প্রথম আলো

তারিখ ১০ MAY 2016 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

জেল-জরিমানা ছাড়াও সাজা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি প্রতিরোধে আইনের খসড়ায় জেল-জরিমানা ছাড়াও অপরাধীকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক পাঠ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার বিধান থাকছে। এ ছাড়া দোষী ব্যক্তিকে সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন আদালত।

আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তি মামলা করলে কীভাবে তার অনুসন্ধান বা তদন্ত হবে, তা বলা হয়েছে প্রস্তাবিত আইনের ৭ ও ৮ ধারায়। বলা হয়েছে, থানার পাশাপাশি আদালতেও মামলা করা যাবে। যদি আদালতে অভিযোগ করা হয়, তবে আদালত তা পর্যালোচনা এবং অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করে সেটি গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগকারীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন, প্রয়োজন মনে করলে অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন।

প্রস্তাবিত আইনে আরও বলা হয়েছে, আদালত অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বা জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিতে পারবেন। তখন ওই ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আদালতের কাছে প্রতিবেদন দেবেন। যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধান শেষ না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কারণ দেখিয়ে সময় বাড়ানোর আবেদন করতে পারবেন। যদি তাঁর আবেদনে আদালত সন্তুষ্ট হন, তবে অনুসন্ধান শেষ করার জন্য আরও সাত দিন অতিরিক্ত সময় পাবেন। সবশেষে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে যদি প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, তাহলে আদালত অভিযোগটি বিচারের জন্য গ্রহণ করবেন। আর যদি অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, সেখানেই অভিযোগটি নাকচ করে দেবেন আদালত।

থানায় মামলা প্রসঙ্গে খসড়া আইনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট থানার পরিদর্শকের নিচে নন, এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগ তদন্ত করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি হাতেনাতে পুলিশের কাছে ধরা পড়েন, তাহলে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে হবে। আর যদি অভিযুক্ত পরে ধরা পড়েন বা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন, তবে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে হবে। এখানেও আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তদন্ত শেষ করতে অতিরিক্ত সাত দিন সময় পাবে পুলিশ।

বিচারের প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, মামলার কার্যক্রমে প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন কার্যকর থাকবে। তবে ১৩ ধারায় বলা হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথভাবে পাওয়া বা সই করা কোনো অডিও-ভিডিও, ইন্টারনেটভিত্তিক দলিল, তথ্য, লিখিত বা ছাপানো দেশি-বিদেশি দলিল, আদালতের আদেশ বা রায়, তদন্ত বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা সরকারি ঘোষণা সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে আরও বলা হয়েছে, এই আইনে কোনো অপরাধ হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে এমন কোনো ঘটনার ভিডিও, স্থিরচিত্র, আলোচনা বা টেপ রেকর্ড যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি ধারণ করেন, তাহলে সেটাও আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রস্তাবিত আইন অনুসারে এ আইনে করা মামলার বিচার হবে জেলা বা মহানগর দায়রা আদালতে। অভিযোগ গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে আদালতকে বিচার শেষ করতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ে বিচার শেষ না হয়, তাহলে এর কারণ ব্যাখ্যা করে আদালত বিচার শেষ করতে আরও ৩০ দিন সময় নিতে পারবেন। এ আইনের অধীনে অপরাধ জামিনযোগ্য হবে, তবে আপসযোগ্য হবে না। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা যাবে।

জেল-জরিমানা ছাড়া আরও সাজা : জেল-জরিমানার পাশাপাশি ভিন্ন ধরনের সাজা দেওয়ার বিধান রয়েছে প্রস্তাবিত আইনে। সে ক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেকোনো সামাজিক সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম গ্রহণের আদেশ দিতে পারবেন আদালত। অর্থাৎ আদালত নির্দেশ দিলে অপরাধীকে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান বাড়ানোর জন্য কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাঠ্যক্রম শেষ করতে হবে। অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সেবা দিতে হবে।

সরাসরি অপরাধ সংঘটনের পাশাপাশি প্ররোচনাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবিত আইনে দেখা হয়েছে। যদি কেউ অপরাধ করতে প্ররোচনা দেন, তবে তাঁকেও এই আইনের অধীনে সাজা দেওয়া যাবে। আর সরকার সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামে বিক্রি করে জরিমানার টাকা আদায় করতে পারবে।

অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ : দণ্ডবিধির মতো এই আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগের সুযোগ রাখা হলেও এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বা অন্য দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস বা যানবাহনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যদি এই আইনের অধীনে অপরাধ করেন, তবে তাঁর বিচার করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো দেশের নাগরিক নিজে বা বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বা সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আইনের অধীনে অপরাধ করেন, তাহলেও এই আইনে তাঁর বিচার করা যাবে।